

ভক্তিসাধনে অনাদরকারী জ্ঞানসাধকেরও কেবল পণ্ড্রমই হইয়া থাকে ॥  
ইতি শ্লোকার্থ ৭।১০।১৪।৪ ॥ ১০৫ ॥

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা, যথা—ভক্তি বিনা জ্ঞানও সিদ্ধ অর্থাৎ ফলপ্রদ হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে “শ্রেয়ঃ সৃতিং” এই শ্লোকটি বলিতেছেন। ভক্তিরসাবিষ্ট শ্রীব্রহ্মা ভক্তির একটি বিশেষণ দিয়াছেন “শ্রেয়ঃ সৃতিং” অর্থাৎ সরোবর হইতে নির্গত নির্ঝরসমূহের মত যে ভক্তি হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ নির্গম হইয়া থাকে, এবস্তৃত নিখিল মঙ্গলজননী তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞানসাধনের জন্য যত্নবান হয়, তাহাদের কেবলমাত্র ক্রেশই ফলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে—যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য ত্যাগ করিয়া অন্তঃকণহীন স্থূল ধান্যভাসরাশি যাহারা অবঘাতন করে, তাহাদের কিছুই ফল হয় না। সেই প্রকার যাহারা ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বোধলাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদেরও কেবল তপস্শা সংযম ও শাস্ত্র অধ্যয়নানি-জনিত শ্রমই লাভ হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। ভক্তিবিনা জ্ঞান যে কেবল দুঃখদায়ী, তাহা শ্রীভগবদগীতাতেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “অমানিত্বমদম্বিত্বং” ইত্যাদি জ্ঞানযোগমার্গ উপক্রম করিয়া, মধ্যে “ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।” অর্থাৎ আমাতে অনন্ত উপায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিটি থাকা চাই। ইহা উল্লেখ করিয়া অবশেষে “তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলরূপ আত্মদর্শন, এইরূপে সমাপন করিয়াও “এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা” অর্থাৎ অনন্ত উপায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিই যথার্থ জ্ঞানশব্দবাচ্য। আমাতে ভক্তিশূন্য যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান-সংজ্ঞায় পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব, ভক্তিযোগ ভিন্ন জ্ঞান কখনও জ্ঞান-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তেও বলিয়াছেন—“মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপ-পত্ততে” অর্থাৎ হে অর্জুন! আমার ভক্ত মদ্বর্ষিত জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত হইয়া নিজভাবসমুচিত—স্বরূপের আবির্ভাব লাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্যত্র এবং অন্যস্থলে নবমাদি অধ্যায়েও এই জাতীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯।৩ শ্লোকে—হে পরম্পূর্ণ! ভক্তির সহিত জ্ঞানলক্ষণ-ধর্মকে আন্তিক্যরূপে গ্রহণ না করিয়া সাধারণ মানবগণ উপায়ান্তর দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য যত্ন করিয়াও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুসঙ্কুল সংসার-পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এস্থলে শ্লোকোক্ত “ধর্মশাস্ত্র” পদের